স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক

ধন্যবাদ, এম বাহাউদ্দিন এবং সদালাপ

১০ সপ্তাহ ধরে সদালাপ-এ প্রকাশিত **"স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক"** উপন্যাসটি মনযোগসহ পড়েছি। ধন্যবাদ ঔপন্যাসিক এম বাহাউদ্দিনকে, সেই সাথে ধন্যবাদ জনাই উপন্যাসটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার জন্য সদালাপ সম্পাদককে।

মার্চ,২০০৫ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপন্যাসটি আমাকে এতটা বিমোহিত করে রেখেছিল যে, সম্পাদক যখন শেষ পর্ব প্রকাশে বিলম্ব করছিলেন, সে সময়ে আমি এতটা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ৮মে থেকে ১৩মে পর্যন্ত প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ বার করে সদালাপের পাতা খুলেছি পর্বটি হাতে পাওয়ার জন্য। অবশেষে ১৩মে স্থানীয় সময় বিকেলের দিকে শেষ পর্বটি দেখতে পেলাম। শেষ পর্বটি পেতে গিয়ে আমাকে বেশ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হয়েছে-কথাটি পাঠকদের জানালাম এ কারণে যে, এতে করে পাঠক বুঝতে পারবেন আমি উপন্যাসটিকে কতটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি।

শুধু আমাদের দেশে নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মানুষের কাছে আসলেই আমেরিকা এক স্বপ্নের দেশ। ভিটে-মাটি বিক্রি করে নয় শুধু, অপরকে ঠকিয়ে পয়সা জোগার করে যেন-তেন ভাবে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পারি জমানোর মত মানুষের অভাব নেই আমাদের দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। একই কথা খাটে বৃটেনসহ ইউরোপের দেশগুলোর বেলায়ও। সেখানকার কিছুটা অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে।

যেদিনটাতে সদালাপের নতুন সম্পাদক উপন্যাসটি প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলাম। প্রথম পর্ব থেকে প্রতিটি পর্ব আমি কম্পিউটারে ডাউনলোড করে রেখেছি। পড়েছি বারবার। বুঝতে চেয়েছি লেখকের মনের কথা।

লেখক তাঁর উপন্যাসে যে সকল চরিত্র বর্ণনা করেছেন সে চরিত্রগুলো একেবারে বাস্তবতার এতটা কাছাকাছি যে, বুঝতে কষ্ট হয়না ওগুলো মূলত সমাজ থেকেই নেয়া কতগুলো চরিত্র, যা হয়ত উপন্যাসের খাতিরে স্থান-কাল-পাত্র বদলে দেয়া হয়েছে মাত্র। আমি চরিত্র ধরে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। তবে যে কেউ উপন্যাসটি পড়লে বুঝতে পারবেন এর বাস্তবতা কতখানি। উপন্যাসের ঘটনাবলি উপন্যাস না বলে যদি কারো কাছে সত্য ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয় আমি নিশ্চিত যে, শ্রোতা সেগুলো বাস্তব

ঘটনা বলে মেনে নেবেন অনায়াসে। এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। আরেকবার ধন্যবাদ জানাতে চাই ঔপন্যাসিক এম বাহাউদ্দিনকে তাঁর বাস্তব বর্ণনাধর্মী এ উপন্যাসের জন্য।
তবে আমি মাঝে-মধ্যে হোচট খেয়েছি উপন্যাসটি পড়তে যেয়ে। আমেরিকায় বাঙালীদের অতীত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কখনো-সখনো এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম-আমি উপন্যাস পড়ছি না কোন প্রবন্ধ পড়ছি-এ নিয়ে। এদিকটা হল উপন্যাসের দুর্বল দিক। তদুপরি উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে বাস্তব ঘটনার যেসব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো উপন্যানটিকে আরো বেশীকরে বাস্তবধর্মীকরে তুলেছে নিঃসন্দেহে।

আমাদেও সমাজে যেমন করে "সৈয়দ" সাহেবদের অভাব নেই, তেমনি করে আছেন "বাহার" এবং"আমান"রা। সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ কি ভাবে মূর্খ "মওলানা"-দের খপ্পরে পরে থাকেন, বাহাউদ্দিনের এ উপন্যাসটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আরেকবার দেখিয়ে দিল। আর কথায় আছে কোথায়ও দু'জন বাঙালী থাকলে সেখানে তিনটা সমিতি গঠিত হয়, সেটাও উপন্যাসে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় "আনিস' এর মত চরিত্র সমাজে বিরল। এখানে আনিসকে যেমন পাঠক মনে রাখবে, তার চেয়ে বেশী মনে রাখতে "লতা ভাবী"-কে। সমাজে লতাদের সংখ্যাতো একেবারে কম নয়।

এম বাহাউদ্দি-কে তাঁর লেখনি চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অতিরঞ্জিত না করে বলতে চাই শরৎ চন্দ্রের **"শ্রীকান্ত"**র মত **"স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক"** আমার মনে দাগ কেটেছে। মনে থাকবে অনেক দিন।

নুরুল্লাহ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
১৮ মে,